W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 110/ WBHRC/SMC/2018

Date: 29. 08. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Ananda Bazar Patrika,' a Bengali daily dated 29.08.2018, the news item is captioned ' গুলি চলেছে অনেক বেশি, দাবি ঘাঘরায়'.

Superintendent of Police, Purulia is directed to enquire into the matter and to furnish a report to the Commission by 5th October, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

গুলি চলেছে অনেক বেশি, দাবি ঘাঘরায়

প্রশান্ত পাল

পুরুলিয়া: পুলিশ সুপারের দাবি, শূন্যে দু'রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে। কিন্তু, সোমবার পুরুলিয়ার জয়পুরে ঘাঘরা পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের সময় দু'জনের মৃত্যু, কয়েক জনের জখম হওয়া অন্য কথা বলছে। পঞ্চায়েত লাগোয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দরজা ও দেওয়াল, হাইস্কুলের বারান্দায় গর্ত দেখিয়ে গ্রামবাসীরা দাবি করছেন, সেগুলিও গুলির চিহ্ন। এবং সোমবার গুলি চলছিল দু'রাউন্ডের ঢের বেশি।

বিজেপি-র জেলা সভাপতি বিদ্যাসাগর চক্রবর্তীর অভিযোগ, "তৃণমূলের মন রাখতে পুলিশ বিনা প্ররোচনায় আমাদের কর্মী-সমর্থকদের উপরে গুলি চালিয়েছে। কার নির্দেশে গুলি চলল, পুলিশ জবাব দিচ্ছে না। সোমবার রাতে আমাদের নিহত দুই সমর্থকের দেহের ময়না-তদন্ত হলেও রিপোর্ট সামনে আনা হচ্ছে না। এই অবস্থায় আমরা ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।" জেলা কংগ্রেস সভাপতি নেপাল মাহাতোও দাবি করেন, "এত মানুষ পুলিশকে গুলি চালাতে দেখেছে। অথচ পুলিশ সুপার অস্বীকার করছেন! আমরাও চাই, উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হোক।"

সোমবার পুলিশ সুপার আকাশ মাঘারিয়া জানান, পুলিশ শূন্যে দু'রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। মঙ্গলবার তিনি বলেন, "এ বিষয়ে পরে বলব।"

সোমবার রঘুনাথপুর মহকুমারও একাধিক পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের সময় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ হয়েছিল। বোমা-গুলির লড়াইয়ে কয়েক জন আহত হন। এই অবস্থায় মঙ্গলবার জেলার যে ৬১টি পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন হওয়ার কথা ছিল, গোলমালের আশঙ্কায় তার মধ্যে ৩৩টিরই বোর্ড গঠন স্থগিত করার নির্দেশ দেন জেলাশাসক অলকেশপ্রসাদ রায়। তিনি বলেন, "আইন-শৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই কিছু পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। পরে সেগুলিতে বোর্ড তৈরি হবে।"

ওই পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি ত্রিশঙ্কু অবস্থায়। বিজেপির অভিযোগ, সেগুলি শাসকদলকে পাইয়ে দিতেই প্রশাসনের এমন নির্দেশ। ভোটের ফলে ঘাঘরাও ছিল ত্রিশঙ্কু। বিজেপি-সহ বাকি বিরোধীরা মিলে সেখানে বোর্ড গঠনের চেষ্টা করে। কিন্তু, সোমবার পঞ্চায়েতের ভিতরে প্রধান পদের দাবিদারের জাতিগত শংসাপত্র প্রশাসন অবৈধ বলে বাতিল করতেই উত্তেজনা ছড়ায়। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকর্মী এবং ইএফআর জওয়ানেরা লাঠি চালান ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়েন। অভিযোগ, এর পরেই গুলি চালানো হয়। ঘটনাস্থলেই মারা যান যুবক নিরঞ্জন গোপ। পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে মৃত্যু হয় প্রৌঢ় দামোদর মণ্ডলের। দু'জনকেই তাদের সমর্থক বলে দাবি করেছে বিজেপি। নিরঞ্জনের বাবা মহানন্দ গোপ, দামোদরের ছেলে সুভাষের প্রশ্ন, "কী অপরাধ করেছিল যে ওদের গুলি করে মারা হল? পুলিশকেই দায় নিতে হবে।" সদর হাসপাতালে ভর্তি থাকা গুরুপদ মাহাতো এ দিন দাবি করেন, "হঠাৎ দেখলাম নিরঞ্জন মাটিতে পড়ে গেল। ওকে তুলতে যাচ্ছিলাম, একটা গুলি এসে আমার আঙুলে লাগল। সবাই পুলিশকে গুলি চালাতে দেখেছে।"

জেলা তৃণমূল সভাপতি শান্তিরাম মাহাতো বলেন, "ঘটনাস্থল ঝাড়খণ্ডের কাছেই। বিজেপি সেখান থেকে কিছু লোকজন এনেছিল। তারাই গণ্ডগোলে ইন্ধন জোগায়।"

■ গুলির চিহ্ন। *সুজিত মাহাতো*